হিযবুত তাহ্রীর, বাংলাদেশ এর প্রধান সমন্বয়কারী ও মুখপাত্র মহিউদ্দীন আহমেদ এর কার্যালয়

<u>বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম</u>

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেরূপ পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন অংশী করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসেক।
[সূরা- আন নূরঃ ৫৫]

HIZB-UT-TAHRIR

১০ রবিউস সানি, ১৪২৯ হিজরী
১৭ এপ্রিল, ২০০৮ ইং

প্রেক্ষিত: এক এগারোর পট পরিবর্তন ও আঞ্চলিক রাজনীতি -

বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষার উপায়

১. সূচনাঃ

২০০৭ সালের ১/১১ তে রাজনীতির দৃশ্যপট পরিবর্তনের পর থেকে বাংলাদেশকে ঘিরে মার্কিন-ভারত-বৃটেনের অশুভ তৎপরতা দেশবাসীকে উৎকণ্ঠার মধ্যে রেখেছে। এরই মধ্যে হামিদ কারজাই ও পারভেজ মোশাররফের সাথে হাস্যরত ফখরুদ্দীন আহমদের তাৎপর্যময় ছবি বাংলাদেশের মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে আজকের নিবন্ধে দেশের রাজনীতিতে মার্কিন-ভারত-বৃটেনের তৎপরতার স্বরূপ এবং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতকে দিয়েই এই আলোচনা শুরু করা যাক।

২. আঞ্চলিক রাজনীতিতে ভারত:

ভারত দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে সবসময় আধিপত্যবাদী নীতি অবলম্বন করে এসেছে। সে প্রতিবেশী দেশগুলোকে তার অধীনস্ত রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেষ্টা করেছে আর এ লক্ষ্যে সে সবসময় তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নানা ধরনের অপতৎপরতার জন্ম দিয়ে আসছে। ভারত বাংলাদেশসহ তার প্রতিবেশী দেশগুলো যেমনঃ ভূটান, নেপাল ও শ্রীলংকার রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতিসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রে তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সদা তৎপর। ইতিমধ্যেই সে সিকিমকে অঙ্গরাজ্যে পরিণত করে নিয়েছে।

২.১ বাংলাদেশের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী:

ভারতের শাসকগোষ্ঠীর কাছে নেপাল, ভূটান বা শ্রীলংকার সাথে বাংলাদেশের মূল পার্থক্য হলো - এটি একটি মুসলিম অধ্যুষিত জনপদ। এ জনপদের মানুষ ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার ও নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তি পেতে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামকে তাদের বেঁচে থাকার সংগ্রামের উপায় ও পরকালের মুক্তির পথ হিসাবে গ্রহণ করেছে। ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিতে জাতিভেদ প্রথার সর্বনিম্নে অবস্থিত নমশুদ্রদের ধর্মান্তরিত জনগোষ্ঠীর সৃষ্ট এক ভূখন্ডের নাম বাংলাদেশ। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের টিকে থাকা ও সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যবাদের কর্তৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া। এই জন্যে এই ধরণের একটি রাষ্ট্র ও তার জনগণকে ভারতের শাসকগোষ্ঠী সবসময়ই শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং সেই অনুযায়ী তাদের রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও পররাষ্ট্র নীতিসমূহ ঠিক করেছে। গত সাঁইত্রিশ বছরের ভারতের নীতিসমূহ ও কর্মকান্ড এলক্ষ্যেই পরিচালিত হয়ে আসছে। উদাহরণ দিয়ে তালিকা বড় করার প্রয়োজন নেই। প্রতিদিনের সংবাদপত্রের পাতায়ই এর প্রমাণ রয়েছে, যা ভারতপ্রেমী পত্রপত্রিকাগুলিও চাপা দিতে পারছেনা। ইদানীং চাল নিয়ে চানক্যের রাজনীতি থেকে শুরু করে সীমান্তে পাখির মত গুলি করে বাংলাদেশী হত্যা, ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশকে শুষ্ক করার পর টিপাইমুখ বাঁধ

এইচ, এম, সিদ্দিক ম্যানশন (৫ম তলা) **ফ্যাক্স : +৮৮০ ২৯৫৫৮৮৫৪** **মোবাইল : +৮৮০ ১৭১৩০০৮৮২২**
৫৫/এ, পুরানা পল্টন , ঢাকা-১০০০।
Info@khilafat.org www.khilafat.org www.khilafah.com

নির্মাণের পরিকল্পনা, বাংলাদেশের পণ্য ভারতের বাজারে ঢুকতে বাধা দেওয়া, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন পরিচালনা করা, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশ বিরোধী মিডিয়া প্রচারণা চালানো ইত্যাদি ঘটনা এখন দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্র নীতির গুজরাল ডকট্রিন বলি আর চানক্য ডকট্রিনই বলি, এসব কিছুরই ফলাফল হলো রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে ব্যর্থ করে তোলা এবং ভারতের পুরোপুরি অনুগত করে তোলা। গত ৩৭ বছরে রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের আচরণ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়া আর কিছু নয়।

২.২. ১/১১ পরবর্তী পরিস্থিতিতে ভারতের ভূমিকা:

১/১১ পরবর্তী পরিস্থিতিতে ভারত বাংলাদেশের কাছ থেকে তার চাওয়াগুলোকে খুব একটা গোপন রাখার প্রয়োজন বোধ করছেনা। চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার থেকে শুরু করে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে ট্রানজিট, ভারতে গ্যাস রপ্তানী, বাংলাদেশ-মায়ানমার-ভারত ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপলাইন এই সব কিছুর ব্যাপারেই ভারত খুব দ্রুত অগ্রসর হতে চাচ্ছে। একই সময় ফখরুদ্দীন আহমদের সরকারও আমাদেরকে ভারতের সাথে নতুন করে সম্পর্ক তৈরীর তাগিদ দিচ্ছে। তারা ভারতকে ইতিমধ্যেই আকাশ ট্রানজিট প্রদান করেছে। এই নতজানু সরকার ভারতীয় যুদ্ধ জাহাজের বহরকে 'শুভেচ্ছা সফরের' নামে চট্টগ্রাম বন্দরে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়। এছাড়াও বিভিন্ন মিডিয়ার ভাষ্যানুযায়ী এই সরকার এমন সব চুক্তির পরিকল্পনা করছে যার ফলে বাংলাদেশের সীমান্তে তথাকথিত ভারতীয় বিদ্রোহীদের দমন করার অজুহাতে যৌথ সামরিক তৎপরতা পরিচালনা করতে আমাদের সেনাবাহিনী ব্যবহৃত হবে।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ কর্তৃক ভারতের সাথে "সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের" (Normalization of relationship) প্রক্রিয়া জোরেসোরে অগ্রসর হচ্ছে, যা দেশের ভবিষ্যতের জন্য মারাত্মক পরিণতির ইঙ্গিত বহন করে। আমাদের সেনাপ্রধানের ভারত সফর, ঘোড়া উপহার, ইহুদী জেনারেল জ্যাকবের নেতৃত্বে ভারতীয় জেনারেলদের বাংলাদেশ সফর, ঢাকা কলকাতা রেল যোগাযোগ এই সব কিছুই "সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ" প্রক্রিয়ার অংশ বিশেষ। কিন্তু আসলে এই "সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ" ব্যাপারটা কি? মার্কিনীরা আজকে যেভাবে মধ্যপ্রাচ্যে সকল মুসলিম দেশকে বাধ্য করছে ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে, যেভাবে পাকিস্তানকে তারা পরামর্শ দিচ্ছে কাশ্মীর ইস্যুতে ছাড় দিয়ে হলেও ভারতের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে, সেই একই ধারাবাহিকতায় মার্কিনীরা বাংলাদেশকেও ভারতের সাথে "সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের" তাগিদ দিচ্ছে। এর একটাই মানে আছে, আর সেটা হলো আমাদের ভাইদের লাশের উপর দাঁড়িয়ে আমরা ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকদের সাথে কোলাকুলি করব, যখন একের পর এক বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করা হবে, তখনও আমরা হাসিমুখে তাদের সাথে করমর্দন করব, যখন আমাদের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে আমাদের ভাতে মারার চেষ্টা করা হবে, তখন আমরা ঘোড়া উপহার নিয়ে হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরে আসব।

অতীতের সরকার সমূহের মত ভারতের প্রতি বর্তমান সরকারের এই নতজানু নীতি দেশ, জনগণ ও ইসলামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। আমরা ইতিপূর্বেই বাংলাদেশের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী উল্লেখ করেছি যার সার কথা হচ্ছে ভারত বাংলাদেশের শত্রু রাষ্ট্র। ভারত অতীতে কখনোই আমাদের বন্ধু ছিল না এবং ভবিষ্যতেও কখনোই আমাদের বন্ধু হবে না। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন-

"আপনি নিশ্চয়ই সমগ্র মানব জাতির মধ্যে ইহুদী ও মুশরেকদেরকে মুসলমানদের সর্বাধিক শত্রু হিসেবে পাবেন..." [সূরা মায়েদা : ৮২]

এইচ, এম, সিদ্দিক ম্যানশন (৫ম তলা) **ফ্যাক্স : +৮৮০ ২৯৫৫৮৮৫৪** **মোবাইল : +৮৮০ ১৭১৩০০৮৮২২**

৫৫/এ, পুরানা পল্টন , ঢাকা-১০০০।

Info@khilafat.org www.khilafat.org www.khilafah.com

৩. বাংলাদেশের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের দৃষ্টিভঙ্গীঃ

ভারত সম্পর্কে আলোচনার পর এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের দিকে মনোযোগ দেয়া যাক। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে এটা স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্বে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার জন্য সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করছে। বিশেষ করে ১১ই সেপ্টেম্বরের টুইন টাওয়ার হামলার ঘটনাটি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য মোক্ষম সুযোগ তৈরী করে দেয়। এরপর মার্কিনীরা 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' ও 'ব্যাপক-বিধ্বংসী অস্ত্রের' অজুহাতে আফগানিস্তান ও ইরাক নৃশংসভাবে দখল করে মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের পর মার্কিনীদের নজর এখন দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে।

১৮ই অক্টোবর, ২০০৭ তারিখে জয়েন্ট চীফ অব ষ্টাফ এর নতুন চেয়ারম্যান অ্যাডমিরাল মাইকেল মুলেন ইরাক-আফগানিস্তানের অবনতিশীল অবস্থা থেকে সকলের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে নিয়ে যাবার ইঙ্গিত দিয়ে পেন্টাগনের নতুন যুদ্ধ ফ্রন্ট সৃষ্টির পরিকল্পনা সম্পর্কিত এক আলোচনায় বলেন **"[US] ...refocus the military's attention beyond the current wars to prepare for other challenges, especially along the Pacific rim and in Africa."** এছাড়াও ৯/১১ এর পর অনেক আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক ধারণা করেছিলেন যে এক সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির নতুন মঞ্চ হিসেবে গ্রহণ করবে এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে ব্যাপকভাবে সামরিকীকরণ করবে।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে মার্কিনীদের স্বার্থ মূলত ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনীদের কাছে বাংলাদেশের অবস্থান এবং বঙ্গোপসাগর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে ভারত ও চীনের সংযোগস্থলে। শুধু তাই নয়, ভৌগলিক দূরত্বের দিক থেকে চীনে পৌঁছার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান মার্কিনীদের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক। এই গুরুত্বের কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরে ঘাঁটি স্থাপন করতে উদগ্রীব। বিষয়টি মার্কিনীদের কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে তারা বঙ্গোপসাগরে ভারতের সাথে যৌথ নৌ-মহড়া পর্যন্ত দিয়েছে। ১/১১ পরবর্তী সরকারকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বার বার প্রকাশ্য সমর্থন দিয়ে এসেছে। আর ঘূর্ণিঝড় সিডরের সময়ে বাংলাদেশে যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রমাণ করতে চেয়েছে যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে মার্কিনীদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

এবার বৃটেনের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতির দিকে লক্ষ্য করা যাক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটেন মার্কিনীদের কাছে বিশ্বের কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলো। তবে এতে এককালের বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদী দেশ হতোদ্যম হয়ে পড়েনি। নিজেদের সামরিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতা অনুধাবন করে বৃটেন সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছিষ্টের লোভে মার্কিনীদের অনুগত ভৃত্যের ভান করে। তবে দীর্ঘদিন সফলভাবে পাক-ভারত উপমহাদেশ নিজেদের কলোনি হিসেবে রাখতে পারার ফল হিসেবে এই অঞ্চলে বৃটেনের অসংখ্য এজেন্ট রয়েছে। এর ফলে সুযোগ পেলেই বৃটেন মার্কিনীদের পাশ কাটিয়ে এই অঞ্চলে নিজের কর্তৃত্ব পুন:প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট থাকে।

১/১১ এর পট পরিবর্তন ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি বৃটেনকেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ করে দিয়েছে। শুধু বিগত চার মাসেই তিন জন বৃটিশ মন্ত্রী বাংলাদেশ সফরে এসেছে। এটা একথাই প্রমাণ করে যে আমাদের দেশের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভে বৃটিশরা কতটা তৎপর। সাম্প্রতিক সময়ে সফররত ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সন্ত্রাসবাদ নিয়ে বক্তব্য ও তার সার্বিক আচরণ দেখে মনে হয় তারা বাংলাদেশকে এখনো নিজেদের উপনিবেশ বলেই মনে করছে।

প্রিয় সুধী,

উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে এখন আমাদের ভাবতে হবে কিভাবে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক রাজনীতির এই প্রেক্ষাপটে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে বাংলাদেশের অবস্থান সুসংহত করা যায়।

৪. দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষার উপায়ঃ

১. **আদর্শিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাঃ** দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য এক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের প্রভাব বলয় থেকে বের হতে আরেকটির প্রভাব বলয়ের অধীনে আশ্রয় খোঁজা কোন সমাধান নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, বৃটেন -এরা কেউই কখনও আমাদের বন্ধু হবেনা। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু...। [সূরা মায়েদা : ৫১]

আমাদের দরকার একটি আদর্শিক রাষ্ট্র, যার নিজস্ব শক্তিশালী অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও সমরনীতি থাকবে। জনগণের বিশ্বাস ও বাংলাদেশের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে এরকম সম্ভাব্য একমাত্র আদর্শিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলামী খিলাফত রাষ্ট্র, যা দেশের বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে শত্রু রাষ্ট্র সমূহের মোকাবেলা করবে। আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র হবার কারণে খিলাফত সরকারের থাকবে একটি শক্তিশালী নেতৃত্ব ও দূরদর্শী চিন্তা (Vision)। ইতিহাসে আমরা দেখেছি, আল্লাহ্‌র জমিনে ইসলামের বিজয়ী পতাকা উড়ানোর রাজনৈতিক উচ্চাশার ফলেই আরবের অনগ্রসর জাহেল সমাজ থেকে উঠে আসা সাহাবারা মদিনার মত ছোট্ট রাষ্ট্রে খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাত্র বিশ বছরের মধ্যে একই সাথে দু'টি পরাশক্তিকে (পারস্য ও রোমান) হারিয়ে বিশ্বের নেতৃত্ব ইসলামের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। ব্রিটিশদের দু'শ বছর আর রাশিয়া ও আমেরিকার পঞ্চাশ বছরের দুনিয়া শাসনের ইতিহাস থাকলেও খিলাফত রাষ্ট্রের রয়েছে একচ্ছত্রভাবে হাজার বছরের পরাশক্তি থাকার গৌরবময় অতীত। বাংলাদেশের মাটিতে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এই দেশের মানুষ মার্কিন-ভারত-বৃটেনের প্রভাব বলয় থেকে বের হয়ে আসতে পারবে এবং বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

২. **শক্তিশালী পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়নঃ** দুঃখজনক হলেও সত্য যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরও আমাদের কোন সুস্পষ্ট প্রতিরক্ষানীতি গড়ে ওঠেনি। সেই সাথে যুক্ত হয়েছে অকার্যকর পররাষ্ট্র নীতি। একথা অনস্বীকার্য যে, বহিঃবিশ্বে বন্ধু সন্ধানের প্রচেষ্টা আমাদের অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে। কিন্তু চারিদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় "সবার সাথে বন্ধুত্ব ও কারো সাথে শত্রুতা নয়" জাতীয় পররাষ্ট্রনীতি একান্তই হাস্যকর ও

এইচ, এম, সিদ্দিক ম্যানশন (৫ম তলা) ৫৫/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
ফ্যাক্স : +৮৮০ ২৯৫৫৮৮৫৪
মোবাইল : +৮৮০ ১৭১৩০০৮৮২২
Info@khilafat.org www.khilafat.org www.khilafah.com

পরিত্যাজ্য। একমাত্র পাগল ও নাবালকের কোন শত্রু থাকতে পারে না। এরূপ পররাষ্ট্রনীতি একটি দেশের দুর্বলতার পরিচয় বহন করে মাত্র।

৩. **সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালীকরণ:** প্রয়োজনীয় জনবল, সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে ভারতসহ সকল বহিঃশত্রুর আগ্রাসনের মোকাবেলার প্রস্তুত রাখতে হবে। যারা সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা ও বাজেট নিয়ে প্রশ্ন তুলে তারা নিঃসন্দেহে এ দেশের মানুষের বিশ্বাস, জীবন ও সম্পদ সম্পর্কে কোন তোয়াক্কা করেনা। তারা এই সকল প্রশ্ন তুলে ভারতের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে মাত্র। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, যদি সশস্ত্র বাহিনীর রিমোট কন্ট্রোল দিল্লী বা ওয়াশিংটনে থাকে তবে দেশবাসীর জন্য এই বাহিনী হবে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। বখতিয়ার খলজী ও আওরঙ্গজেবের সাহসী সন্তান আমাদের সেনাবাহিনী তথাকথিত বিদ্রোহী দমনে ভারতের আজ্ঞাবহ হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে- এই দৃশ্য যেন বাংলাদেশের জনগণকে দেখতে না হয়।

৪. **সিটিজেন'স আর্মি তৈরীর উদ্যেগ নেয়া:** বর্তমান সামরিক-বেসামরিক নিবিঢ় সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে সাধারণ জনগণকে দেশের প্রতিরক্ষায় আরো গভীরভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। সকল জনগণকে প্রাথমিকভাবে জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্ক সচেতন করে তোলা এবং দেশের শত্রু-মিত্র সম্পর্ক জনগণকে পরিষ্কার ধারণা দেওয়ার পাশাপাশি বাধ্যতামূলক মৌলিক সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. **সামরিক প্রযুক্তি:** জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে শক্তির ভারসাম্য (Balance of Power) বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি সংগ্রহ ও উদ্ভাবনের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পাকিস্তান ও ভারত পারমানবিক শক্তি অর্জন করায় তাদের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য বিরাজ করছে। বাংলাদেশের যেসব বিজ্ঞানীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পারমানবিক স্থাপনা পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাদেরকে নিয়ে দেশীয় পারমানবিক স্থাপনা তৈরী করা যেতে পারে। পারমানবিক শক্তি অর্জনের পদ্ধতি ও পরবর্তী আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি মোকাবেলার পথ নিয়েও ভাবার সুযোগ রয়েছে। মূলকথা হলো, পারমানবিক শক্তি, সাবমেরিন, অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান ইত্যাদি যেসব প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্য অর্জন করতে পারবে, দীর্ঘমেয়াদে তাই আমাদের করতে হবে।

৬. **গবেষণা, উন্নয়ন ও শিল্পায়ন:** সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যেক আদর্শিক রাষ্ট্রে গবেষণার মাধ্যমে মানুষের জীবনে নতুন ধারার প্রবর্তন করেছে, আধুনিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন- ব্যবস্থাপনা, বিপণন, তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদি খাতে সশস্ত্র বাহিনীর অবদান অনস্বীকার্য। মেধাসম্পন্ন এই জনশক্তি এদেশেও গবেষণার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। ভারী ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে তাদের এই গবেষণালব্ধ ফলাফল কাজে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু জাতীয় অর্থনীতিতে সশস্ত্র বাহিনীর অবদানকে ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করে তাদেরকে ধান চাষে ব্যবহার করা বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে দিয়ে আলু, পটল বিক্রি অথবা গণহারে পিস কিপিং কোর্সে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের আকাঙ্খা জাগিয়ে তোলার মত আত্মবিধ্বংসী নীতি আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর শত্রু নিধনের আকাঙ্খাকে দুর্বল করে তুলবে ও তার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করবে। প্রকারান্তরে এই সকল ভুল নীতির সুফল ভোগ করবে ভারত ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো।

এইচ, এম, সিদ্দিক ম্যানশন (৫ম তলা) ৫৫/এ, পুরানা পল্টন , ঢাকা-১০০০।
ফ্যাক্স : +৮৮০ ২৯৫৫৮৮৫৪
মোবাইল : +৮৮০ ১৭১৩০০৮৮২২
Info@khilafat.org
www.khilafat.org
www.khilafah.com

৫. উপসংহারঃ

একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, ১/১১ পরবর্তী বাংলাদেশে আমরা আজ নতুন করে আমাদের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার এক ভয়াবহ সংকটের সামনে উপস্থিত হয়েছি। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষানীতি নতুন করে নির্ধারণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে। একমাত্র ইসলামী খিলাফত রাষ্ট্রই কুরআন-সুন্নাহ্‌ অনুসরণ করে শক্তিশালী পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতি বাস্তবায়ন করতে পারে। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র তৈরী করে ভারতসহ সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর এই সংগ্রামে বিভিন্ন দল ও মতের রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবিরা অংশগ্রহণ করবেন, এই আশা রেখে শেষ করছি।